UNDEF The United Nations Democracy Fund
FNUD Fonds des Nations Unies pour la démocratie

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

নীতি সংক্ষেপ

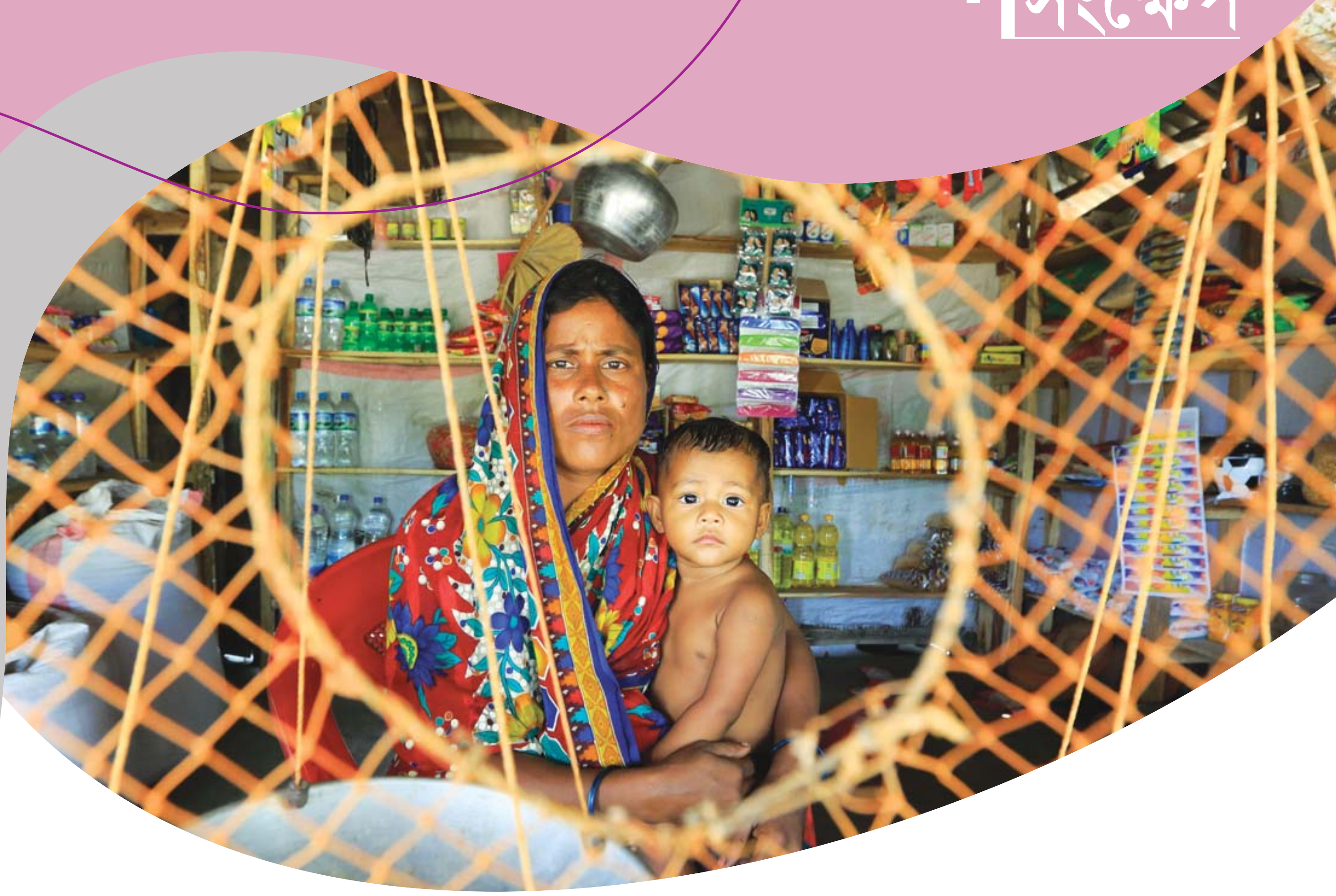

জাতীয় উন্নয়নে অঙ্গীকার

জেন্ডার সমতা এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন

১. প্রেক্ষাপট

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ভবিষ্যত পরিকল্পনা দিয়ে থাকে যাতে কিনা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক দলগুলোর এধরনের ভবিষ্যত পরিকল্পনাই হচ্ছে নির্বাচনী ইশতেহার। এ ইশতেহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করে এবং সাধারণ মানুষও জানতে পারে যে, কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচিত হলে কী করবে বা তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো কি। সুতরাং বলা যায় যে, নির্বাচনী ইশতেহার হচ্ছে জনগণের প্রতি রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকারের প্রতিচ্ছবি। এক্ষেত্রে ইশতেহারকে রাজনৈতিক দলগুলো ও ভোটারদের মাঝে লিখিত চুক্তি বলে ধরে নেয়া যায় এবং ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকার যে কোনো

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের আশ্বস্ত করার জন্যে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। সাধারণ নাগরিকগণ রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রায় দেখা যায় যে, নির্বাচনী ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক অঙ্গীকারের অভাব থাকে এবং বিভিন্ন কারণে এটি শুধুমাত্র একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে।

কোনো রাজনৈতিক দল ইশতেহারে উল্লিখিত অঙ্গীকার বাস্তবায়ন না করলে এই দলিলের ভিত্তিতে তাকে জবাবদিহির আওতায় নিয়ে আসা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অঙ্গীকার করার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলো যতটা আগ্রহ প্রকাশ করে, নির্বাচনের পর সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ততটা উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। বিগত ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট প্রতিটি নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। প্রতিটি নির্বাচনের আগেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সাধারণ নাগরিকগণ এসব প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তেমন একটা ওয়াকিবহাল থাকেন না এবং জনগণের নিকট নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের জবাবদিহির অনুশীলন তেমন একটা দেখা যায় না। ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয় যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মোটেও কাম্য নয়।

২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। উক্ত নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক দলটি নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়নের জন্য, সরকারের পূর্ববর্তী সাফল্য ও অর্জন তুলে ধরে জনগণের নিকট ৫টি অঙ্গীকার করে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই সকল অঙ্গীকার কতটুকু বাস্তবায়ন হলো এবং এই সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটুকু পূরণ হলো তা জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই প্রেক্ষিতে, জাতিসংঘ ডেমক্র্যাসি ফান্ড (ইউএনডিইএফ) ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) যৌথভাবে একটি সমীক্ষা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও তিনটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, ক) নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে নাগরিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও অভিব্যক্তি জানা, খ) জাতীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিনির্ধারণী আলোচনায় আঞ্চলিক পর্যায়ে নাগরিকগণের সুযোগ করে দেয়া এবং গ) অঙ্গীকার দেওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে সরকার কর্তৃক নীতিমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা।

সুতরাং, এই নীতি সংক্ষেপের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো নাগরিকগণের মাঝে নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা দৃঢ় করা। এছাড়াও এই নীতি সংক্ষেপে ইশতেহারের অঙ্গীকার কতটুকু এবং কীভাবে কার্যকর করা হচ্ছে, অগ্রগতির চিত্রটি কীরূপ, সরকারের নীতিমালা ও কৌশল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে বিভিন্ন জটিল বিষয় সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. ২০১৮ সালের পূর্ববর্তী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি গুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

নির্বাচনী ইশতেহার গণতন্ত্রের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে জয়লাভ নিশ্চিত করতে কিংবা ভোটারদের আশ্বস্ত করতে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া ইশতেহার যদি সুনির্দিষ্ট ও বাস্তববাদী হয় তবে তা বাস্তবায়ন করাও সহজ কারণ রাজনৈতিক দলের স্পষ্ট ধারণা থাকে তারা কি অর্জন করতে চায়। এরই প্রেক্ষিতে, ২০০৮ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 'দিন বদলের সনদ' নাম দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে যা তরুণ ও যুব সমাজের কাছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। তারা 'ভিশন ২০২১' এই স্লোগানে দেশের সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়ন করে যা কিনা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর ফলে দলটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করে।

সারণি ১: ২০১৮ সালের পূর্ববর্তী নির্বাচনী ইশতেহারে জেন্ডার সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি ও অবস্থান		
প্রতিশ্রুতি	**নীতিতে প্রতিফলন**	**প্রতিশ্রুতির ধরন**
নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন, হয়রানি ও বৈষম্য বন্ধ করার জন্য আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন জোরদার এবং বাস্তবায়ন করা হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
নারী ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রেও কঠোর আইন অনুসরণ করা হবে	প্রতিফলন নেই	অনির্দিষ্ট
উচ্চতর প্রশাসনিক পর্যায়ে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
পেশা নির্বাচনে স্বাধীনতা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করা হবে	৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
নারীদের ঘরে আবদ্ধ করার জন্য ধর্মীয় নীতির অপব্যাখ্যা করে নারীবিরোধী অপপ্রচার প্রতিরোধে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি যথাযথ সামাজিক আন্দোলন ও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে	প্রতিফলন নেই	অনির্দিষ্ট
নারী শ্রমিকদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং বেতন নিশ্চিত করা হবে	প্রতিফলন নেই	অনির্দিষ্ট
বাণিজ্য ও শিল্পের পাশাপাশি সেবাখাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ইতোমধ্যে প্রদত্ত বিশেষ প্রণোদনা অব্যাহত ও সম্প্রসারিত করা হবে	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	অনির্দিষ্ট
সংসদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করা হবে	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	নির্দিষ্ট

সূত্র: নিজস্ব সংকলন।

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রদত্ত ইশতেহারে নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঙ্গীকার ছিল। ইশতেহারের নারীবিষয়ক ১২ নম্বর অংশে নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা ও বিজ্ঞান অংশে নারীশিক্ষা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। অন্যান্য অঙ্গীকারের মধ্যে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করা, প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরে উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া, নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেয়া, নারী ও শিশু পাচাররোধে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধনের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুবিধা নিশ্চিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। উক্ত ইশতেহারে নারী উন্নয়ন ২০১১ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা, রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি, প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নারীদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগের নীতি অব্যাহত রাখা ও নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন, হয়রানি, বৈষম্য বন্ধ ও নারী-শিশু পাচাররোধে গৃহীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। একইসাথে নারীর শ্রমের মর্যাদা সুরক্ষা, শিল্প-বাণিজ্যখাতে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা ও প্রণোদনা দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

২.১ সরকারি নীতিমালায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সরকার তার বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নীতিমালায় নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের প্রতিফলনের চেষ্টা করে এবং সেই অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা, বিশেষ করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করার মাধ্যমে জানা যায় সরকার নির্বাচন পূর্ববর্তী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সফল হয়েছে কিনা কিংবা কাজ করছে কিনা। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে 'উন্নয়নের অগ্রগতি ও দারিদ্র বিমোচন' প্রতিপাদ্যে ২০১১–১৫ অর্থবছরের জন্য ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করে। আবার, ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে ২০১৬–২০ অর্থবছরের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঘোষণা করে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতা ও নারীর সার্বিক

উন্নয়নের ব্যাপারে নির্বাচনী ইশতেহারের বেশকিছু অঙ্গীকারের প্রতিফলন লক্ষণীয় (টেবিল-১)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দেয়া ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে জেন্ডার সমতাবিষয়ক প্রায় সকল অঙ্গীকারের প্রতিফলন ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে লক্ষণীয়। টেবিল-১ এ উল্লিখিত প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে ৬টি প্রতিশ্রুতিরই নীতিপত্রে প্রতিফলন দেখা গেলেও বাকিগুলো নীতিপত্রে দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ অঙ্গীকার গুলোই অনির্দিষ্ট প্রকৃতির হলেও নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের অবস্থার উন্নয়নে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া, এসব পরিকল্পনা যে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা বলা যাবে না। অঙ্গীকারগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে নারীর সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারতো।

৩. নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: বর্তমান অবস্থা ও অর্জন

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালেও বর্তমান সরকারি দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে এবং এতে নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি করা হয়। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সরকারি দলটি নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নীতি সংক্ষেপের এ অংশে নারীর ক্ষমতায়ন শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিসমূহ, বর্তমান অবস্থা এবং অর্জন তুলে ধরা হলো।

৩.১ নারী উন্নয়নে ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিসমূহ

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে ‘নারীর ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক ৩.১২ ধারায় বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাঁচটি অঙ্গীকার করেছে। অঙ্গীকারগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১। ২০২০ সাল নাগাদ উচ্চ শিক্ষায় নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে অধিকসংখ্যক নারী নিয়োগের নীতি আরও জোরালোভাবে অনুসরণ করা।

২। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা, সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ সম্প্রসারণ করা হবে।

৪। নারী-পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা, গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সকল ক্ষেত্রে নারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত করা হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৫। সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের দিবা যত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে।

৩.২ বর্তমান অবস্থা ও অর্জন

নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করলে ৩টি মূল আর্থসামাজিক বিষয় পরিলক্ষিত হয়। বিষয়গুলো হলো, নারী শিক্ষা, নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতা এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমান সুযোগ ও অধিকার। উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে, ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের বর্তমান অবস্থা ও অর্জন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

নারী শিক্ষায় সাফল্য অর্জনে বাংলাদেশ অনুসরণীয় মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়। গত দুই দশক ধরে মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়ের সমতা এসেছে। তবে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়লেও ঝরে পড়ার হার এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার যথাক্রমে ৩৪.৮৬ ও ২২.০২ শতাংশ এবং ছেলে শিক্ষার্থীদের হার যথাক্রমে ৩৬.৮০ ও ২০.৫৭ শতাংশ (সূত্রঃ ব্যানবেইস, ২০২০)। এক্ষেত্রে দারিদ্র্যতা, বাল্যবিবাহ, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েদের অবমূল্যায়ন, কিশোরী মাতৃত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য, ইভটিজিং ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ইত্যাদি মেয়েদের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। এছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, নদী ও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত বিদ্যালয়গামী বিপুলসংখ্যক শিশু এখনো প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের উপযুক্ত পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার অভাবও আরেকটি বড় কারণ (সূত্রঃ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১৯)। আর উচ্চস্তরে মেয়েদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হলো বাল্যবিবাহ। উচ্চস্তরে ৩৫.১৯ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থী মাত্র ২৪.৬৬ শতাংশ। তবে তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণ করে (সূত্রঃ ব্যানবেইস, ২০২০)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে নারীদের অংশগ্রহণ এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এখনো বাংলাদেশের নারী শিক্ষার প্রেক্ষাপটে বড় চ্যালেঞ্জ।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিক্ষাবিষয়ক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রমের উন্নতির মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান এবং নারী-পুরুষ সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা হবে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ই যেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য উপবৃত্তি, বিনামূল্যে শিক্ষা ও বই বিতরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি, কোটা, আবাসিক ও পরিবহন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রভৃতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে উচ্চস্তরে ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে পাঠ্যক্রম সংস্কার করা, আইসিটি শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি করণ, শিক্ষার আধুনিকায়ন, বহুভাষিক দক্ষতা বৃদ্ধি, হাতে কলমে শিক্ষণ, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোর্স পরিচালনা, বাজার, কর্মসংস্থান বা ব্যবসায়ের সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য প্রবাহ মিডিয়া ও আইসিটির মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলানোর উদ্দেশ্যে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও আধুনিক প্রযুক্তিবিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনাও সরকারের আছে বলে উল্লেখ করা হয়।

নারীরা এখন বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও উদ্যোগে এগিয়ে আসছেন। বর্তমানে এই ধারা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নারী উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগই

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই) জড়িত। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই উন্নয়ন বিভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জামানত ছাড়া সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা এবং পুনঃঅর্থায়নে তহবিলের ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা রয়েছে। কিন্তু প্রতিবছর সরকার নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখলেও এই তহবিল অনেকাংশেই অব্যবহৃত থেকে যায় (সূত্রঃ দি ডেইলি ইস্টার, ২০১৯)। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ২ লাখ ৯ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা এসএমই ঋণ দিয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ৩.৯৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তারা পেয়েছেন (সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২১)। গবেষণামতে, প্রায় ৩২ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন এবং ২৩ শতাংশ নারী যথাযথ তথ্য ও নির্দেশিকার অভাবে ঋণের আবেদন করতে পারেন না (সূত্রঃ বেগম, ২০১৯)। নারী উদ্যোক্তাগণ যেসব প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন সেগুলোর মধ্যে মূলধনস্বল্পতা, তথ্য ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, অনভিজ্ঞতা, আনুষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা, পরিবারিক ও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, বাজারে প্রবেশে বাধা, নারীপ্রতিকূল পরিবেশ, পরিবহন ও কর্মক্ষেত্রের অভাব ইত্যাদি প্রধান কারণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগে অন্যান্য ব্যাংককে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য 'স্পেশাল হেল্প ডেস্ক' স্থাপন করার নির্দেশ দিলেও সব ব্যাংক সেই নির্দেশ পালন করেনি।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীরা এখনো বেশ পিছিয়ে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ আগের তুলনায় বাড়লেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এখনো অনেক পিছিয়ে। বাজারে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেলেও নারীরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হন। এখনো নারীদের কাজের ক্ষেত্র সীমিত এবং পুরুষদের তুলনায় মজুরিও বেশ কম। নারীদের প্রাক্কলিত সর্বনিম্ন আয় এখনো পুরুষদের প্রাক্কলিত সর্বনিম্ন আয় থেকে প্রায় ৪১ শতাংশ কম (সূত্রঃ গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স, ২০২২)। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় কর্মজীবী নারীদের শিশুদের পরিচর্যার জন্য মানসম্মত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা ডে কেয়ার সেন্টারের অভাব নারীদের কর্মক্ষেত্রে অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা। বর্তমানে প্রায় ১.৮৬ কোটির বেশি নারী নানাধরনের পেশায় কাজ করছেন (সূত্রঃ বিবিএস, ২০১৭)। চাকরির সময়টুকু শিশু সন্তানকে দেখাশোনার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে অনেক কর্মজীবী নারী চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন এবং শ্রমবাজার থেকে ঝরে পড়েন। আইএফসি (২০১৯) এর এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ৭৭ শতাংশ কর্মস্থলে এখনো নারী কর্মীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। এমনকি সরকারি সকল দপ্তর, কার্যালয় ও সচিবালয়ে এখনো শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। তাছাড়া জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশের অনুপস্থিতি নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। অনানুষ্ঠানিক খাতে নির্যাতন, বৈষম্য, অনিয়মিত কাজ, নিম্ন মজুরি, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। এসবের বিরুদ্ধে নারীর আইনগত সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই।

উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতিমালায় জেলা পর্যায়ে মহিলা উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সব চেম্বার ও সমিতিকে উৎসাহিত করা হবে এবং ব্যবসা ইনকিউবেটর ও সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। বাণিজ্য মেলা আয়োজন করে নারীদের উচ্চমূল্য শৃঙ্খলে অংশ নেয়ার সুযোগ তৈরি করা হবে। বিভিন্ন পণ্যের জন্য বিভিন্ন

মাত্রার মূল্য শৃঙ্খলে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কতটা আছে তা চিহ্নিত করা হবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা এবং আদিবাসীদের কুটির শিল্পে প্রণোদনা দেয়া হবে।

এছাড়া ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৌশল বাস্তবায়িত হলে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রম আইন ও আইএলও কনভেনশন অনুসারে, নারী ও পুরুষদের সমান মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বেসরকারি খাত নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা হবে। আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নারীদের জাতীয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে সামাজিক সুরক্ষা কৌশল বাস্তবায়নে বড় পদক্ষেপ নেয়া হবে। সরকারি খাতে যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের বিভিন্ন কর্মসংস্থানের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বিপুলসংখ্যক ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারী এবং কর্মহীন নারীদের সাশ্রয়ী ও সবুজ প্রযুক্তির সম্পর্কে জানানো হবে। তাদের বাজার সম্পর্কিত তথ্য, অর্থ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। গণপরিবহন আরও নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করা হবে। যেসব কারখানায় নারীদের সংখ্যা বেশি, সেই নারীকর্মীদের জন্য পরিবহন ও অন্যান্য সেবার জন্য ঋণ সুবিধা দেয়া হবে। দেশের সব শহরের বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য বিশেষ বাস দেওয়ার নীতি পর্যালোচনা করা হবে। ট্রাফিক আইন ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী শহর, যেমন– নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী ও নরসিংদীর সঙ্গে ঢাকার যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের সময় নারীদের জন্য বিশেষ বগি সুবিধা চালু অথবা বৃদ্ধি করা হবে। একইভাবে কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা, শিশু যত্ন, আবাসন ও টয়লেটের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। সব সরকারি সংস্থার (পশুসম্পদ, ফিশারি, কৃষি ইত্যাদি) সম্প্রসারণ, উন্নত প্রযুক্তি, বাজার সম্পর্কিত তথ্য, উৎপাদন কৌশলবিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সহায়তা করা হবে।

কর্মজীবী মা ও তাদের শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৭ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে মন্ত্রীপরিষদ শ্রমজীবী নারীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বিল-২০২০ এর খসড়া অনুমোদন করেছে। প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী, দেশে চার ধরনের শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্র স্থাপিত হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা ডে কেয়ার সেন্টারগুলো পর্যবেক্ষণ করবে। নির্ধারিত নীতিমালা না মানলে ও অনিয়মের অভিযোগ পেলে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার প্রস্তাব করা হয়েছে (সূত্রঃ ঢাকা ট্রিবিউন, ২০২০)। তবে এর অগ্রগতি সম্পর্কে এখনো পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।

এছাড়াও, বর্তমান সরকার প্রান্তিক নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বহুমুখী প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যেমন– ভিজিএফ, ভিজিডি, দুস্থ নারী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও স্তন্যদানরত মায়েদের জন্য ভাতা, অক্ষম মায়েদের ভাতা, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ৪০ দিনের কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ইত্যাদি। নারীর পূর্ণ অধিকার রক্ষায় ২০১১ সালে জাতীয় নারী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও

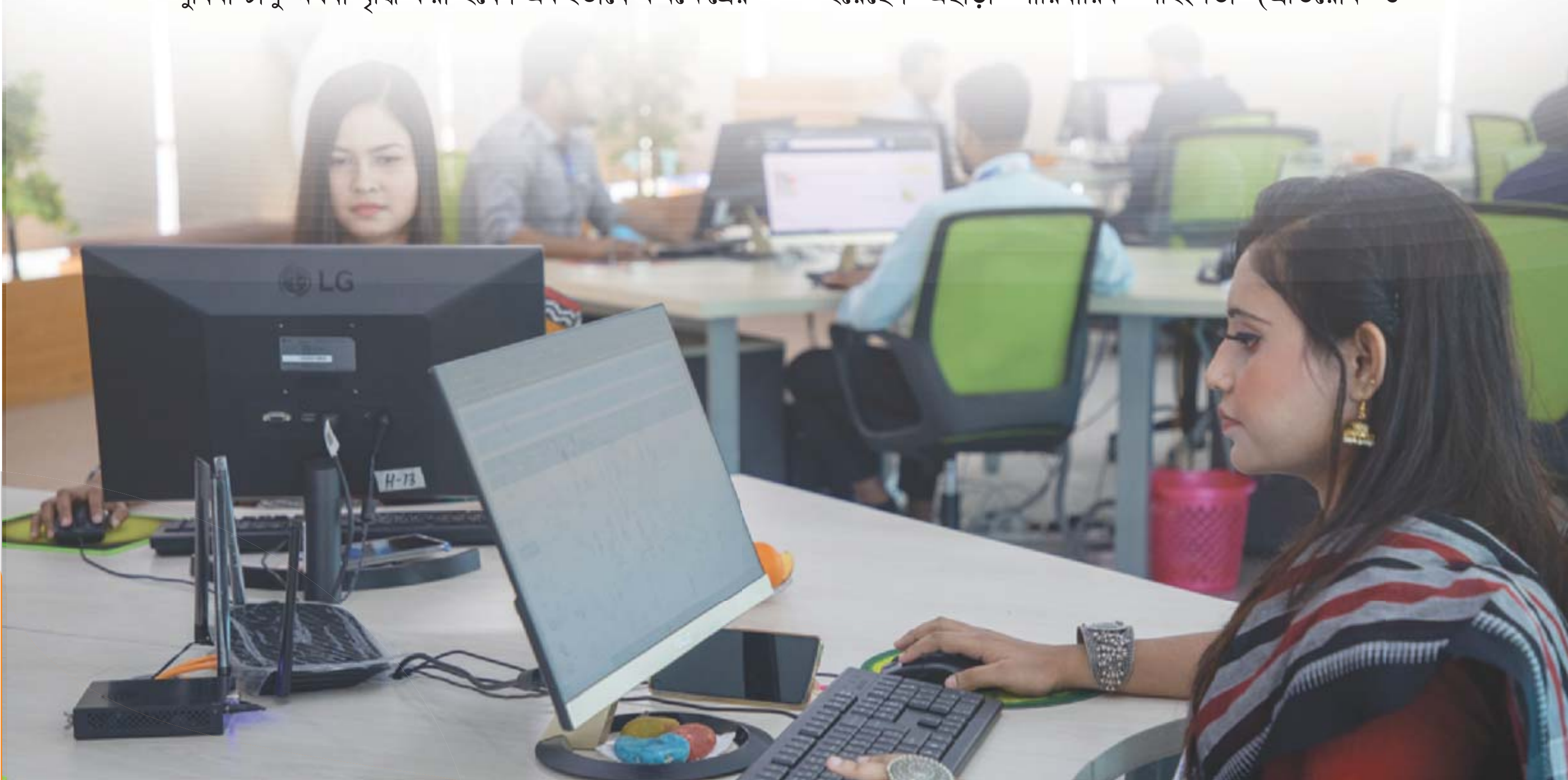

সুরক্ষা) আইন-২০১০, পারিবারিক সহিংসতা বিধিমালা-২০১৩, ডিএনএ আইন-২০১৪, মানবপাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ ও পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১ ও নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়াও মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা ও স্তন্যদানরত মায়েদের ভাতা চালু করা হয়েছে। উপবৃত্তি, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও অবৈতনিক শিক্ষা কর্মসূচির বদৌলতে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ করে মেয়ে শিশুদের সমাজে অগ্রগামী করার জন্য বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েশিশুদের নিরাপত্তায় শিশু আইন ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। সহিংসতার ক্ষেত্রে দ্রুত সেবা প্রদানে সারাদেশে ৬৭টি ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার খোলা হয়েছে (সূত্র: মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০২০)। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০টি করা হয়েছে (সূত্র: জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০১৫)। সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬–২০২০) অঙ্গীকার করা হয়েছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হবে। বিশ্ব লৈঙ্গিক বৈসাদৃশ্য রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী, বিশ্বে ১৫২টি দেশের মাঝে বাংলাদেশ পঞ্চম স্থানে ও দক্ষিণ এশিয়ায় সবার শীর্ষে (সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, ২০১৯)।

এছাড়া মন্ত্রণালয়গুলোতে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৩টি মন্ত্রণালয় জেন্ডার

সারণি ২: ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে জেন্ডার সম্পর্কিত প্রধান প্রতিশ্রুতি ও অবস্থান

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি	বর্তমান অবস্থা
২০২০ সাল নাগাদ উচ্চ শিক্ষায় নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে অধিকসংখ্যক নারী নিয়োগের নীতি আরও জোরালোভাবে অনুসরণ করা হবে	৫.১	নির্দিষ্ট	২০২০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬২ শতাংশ ছাত্র এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭১ শতাংশ শিক্ষার্থী ছাত্র। ডিগ্রিতে ছাত্রীর হার ৪৩.৮০ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ৩৭.৭৭ শতাংশ।
নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা, সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে	৫.ক	অনির্দিষ্ট	বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই উন্নয়ন নীতি বিভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানত ছাড়া সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ। ২০২১ সালে এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ২০৯৩.৯২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা ডেস্ক স্থাপন ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।
জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ সম্প্রসারণ করা হবে	৫.গ	অনির্দিষ্ট	মহিলা উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে ১২ তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে যেখানে ২৮,০০০ মহিলা উদ্যোক্তাকে একত্রিত করে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
নারী-পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা দেওয়া এবং গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সকলক্ষেত্রে নারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত করা হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে	৫.৫	নির্দিষ্ট	গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স, ২০২২ অনুযায়ী, নারীদের প্রাক্কলিত সর্বনিম্ন আয় পুরুষদের প্রাক্কলিত সর্বনিম্ন আয় থেকে প্রায় ৪১ শতাংশ কম। সেই সাথে কারিগরি কর্মীদের মাঝে নারীর সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশেরও কম।
সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের দিবা যত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-গুলোকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে	৫.গ	নির্দিষ্ট	বাংলাদেশের ৭৭ শতাংশ কর্মস্থলে এখনো নারী কর্মীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। তবে, সরকারি উদ্যোগে ২০টি দিবা-যত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

সূত্র: নিজস্ব সংকলন।

বিষয়ক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে (সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২২)। সম্প্রতি প্রস্তাবিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে জেন্ডার বাজেটের জন্য ২ লাখ ২৯ হাজার ৬ শত ৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মোট জিডিপির প্রায় ৫.১৬ শতাংশ ও মোট বাজেটের প্রায় ৩৩.৮৭ শতাংশ (সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২২)। এছাড়া এবারের বাজেটে সব জেলার সব উপজেলায় শিশু কমপ্লেক্স, নির্যাতিত নারী ও শিশুদের দ্রুত ও সঠিক বিচার নিশ্চিত করতে 'জাতীয় ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষাগার পরিচালনা অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা অর্জিত হলেও বর্তমান সরকার ইশতেহারে দেয়া অঙ্গীকারগুলো এখনো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। নির্বাচনী ইশতেহার সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নিতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পথে সব বাধা ও অন্তরায় চিহ্নিত করে সরকার ও জনগণের আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৪. এসডিজির প্রতিফলন

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষমাত্রা অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে এসডিজি লক্ষমাত্রার সাথে বেশ সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গীকার করেছিল। ইশতেহারের জেন্ডার বিষয়ক সকল অঙ্গীকারই এসডিজির লক্ষমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসডিজির ৫ম অভীষ্টে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এর কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে সকল ধরনের বৈষম্য, সহিংসতা দূর করার সাথে সাথে ও নারীবান্ধব নীতিও প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো প্রতিফলিত হয়েছে এসডিজি লক্ষমাত্রা ৫.গ (সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষ সমতা আনয়নে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইনি বিধান প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা), ৫.১ (সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো), ৫.৫ (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা) ও ৫.ক (বিদ্যমান জাতীয় আইনকানুনের আলোকে, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন)।

৫. দেশব্যাপী উঠান বৈঠকের সারসংক্ষেপ

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা কতটুকু, তা জানার জন্য ইউএনডিইএফ ও সিপিডি দেশব্যাপী ১৫টি জেলায় উঠান বৈঠক পরিচালিত করে। উঠান বৈঠকে সর্বমোট ১৫৪ জন পুরুষ এবং ১৫৩ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের তথ্য নিরপেক্ষ রাখতে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে এ বৈঠকে যুক্ত করা হয়েছে। বৈঠক থেকে বিভিন্ন তথ্য ও সুপারিশ বের করে আনতে ১৪টি প্রশ্নের একটি প্রশ্নমালার আলোকে বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এই বৈঠক থেকে বেশকিছু সুপারিশ উঠে এসেছে। এ সুপারিশগুলো যদি সরকার বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখে, তাহলে দেশের উন্নয়ন ও জনগণের বিভিন্ন চাহিদা প্রয়োজন পূরণ হবে।

উঠান বৈঠক থেকে উঠে আসা কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

১) জনপ্রতিনিধিদের আচরণগত পরিবর্তন খুবই জরুরি। নির্বাচনের আগে ও পরে তাঁদের আচরণগত মিল না থাকায় অনেক স্থানীয় ও সহজেই সমাধানযোগ্য সমস্যা সরকারের নজরে আসতে ব্যর্থ হয়। সরকারের প্রতিনিধিরা যেন নির্বাচনের আগে ও পরে একই রকম আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন, তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

২) জনগণের প্রয়োজন জানার পর জনপ্রতিনিধিদের উচিত, জনগণের সব প্রয়োজন পূরণ করা এবং সরকারের উচিত তা পর্যবেক্ষণ করা।

৩) নির্বাচনের আগে ও পরে সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে জনগণের যোগাযোগের সুযোগ এক রকম থাকে না বললেই চলে। প্রতিনিধিদের সঙ্গে জনগণের নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার রীতি গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচনে জেতার পর ক্ষমতা পেলে তাঁদের মধ্যে আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে নির্বাচনী যে ইশতেহার ছিল, তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে না।

৪) জনপ্রতিনিধি সরকারি দলের না হলে এলাকার উন্নয়নে গতি আসে না। দলের ভেদাভেদ না করে সরকারের উচিত, দেশের ও জনগণের উন্নয়নে কাজ করা।

৫) এলাকাভিত্তিক ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংলাপ ও আলোচনা অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং নারীদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব নারী-পুরুষ সবাইকে বোঝাতে হবে।

৬) সরকারি চাকরি এবং কিছু বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য না থাকলেও অনানুষ্ঠানিক খাতে এখনো মজুরি বৈষম্য আছে। দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী ও পুরুষের মজুরিতে এখনো বড় ধরনের বৈষম্য আছে। একজন পুরুষ কর্মী যেখানে পাচ্ছেন ৪০০-৪৫০ টাকা, সেখানে একজন নারী কর্মী পাচ্ছেন মাত্র ২০০-২৫০ টাকা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৭) নারীর ক্ষমতায়ন ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন- গাড়ি চালানো, আইসিটি, ইত্যাদিসহ আরও নানাধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮) কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিশু ও বাল্যবিবাহরোধ, মাদকের বিস্তাররোধ ও ইভটিজিং রোধ নিশ্চিত করা উচিত।

৯) নারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন এবং সব ধরনের অধিকার সম্পর্কে নারীদের অবগত করতে ও অধিকারের প্রয়োগ বাড়াতে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।

১০) নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। সেই অনুদান যেন সঠিকভাবে বণ্টন করা হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ লক্ষ্যে সরকার কমিটি গঠন করে দিতে পারে।

১১) নারীর কাজের প্রতি আগ্রহ ও সুযোগ বৃদ্ধিতে শহর এবং গ্রামে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

১২) নির্বাচিত হওয়ার পরে সরকারের প্রতিনিধিদের নির্বাচনী এলাকায় নিয়মিত যাওয়া উচিত। জনগণের সাথে যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সংলাপ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে এলাকার মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত থাকা উচিত। এতে জনপ্রতিনিধিদের সাথে জনগণের

যোগাযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি এলাকার সব সমস্যার সমাধান করাও সহজ হবে।

১৩) সরকারের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেও জনগণের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারেন। তারা এলাকাভিত্তিক কাজের তালিকা তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ করলে অনেক সহজেই উন্নয়ন সম্ভব।

১৪) সরকারের প্রতিনিধিদের অবশ্যই সরকারের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। যে ইশতেহারগুলো নির্বাচনের আগে ছিল, তা নির্বাচনের পরে বাস্তবায়িত হয়েছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনে মূল্যায়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে সব নির্বাচনী ইশতেহার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এই কমিটিতে সব দলের সদস্য থাকতে পারে।

১৫) জনগণের প্রয়োজন ও সব সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে সরকার বা তার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অনলাইন জরিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে জনগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ না করেই তাদের মূল্যবান মতামত দিতে পারবে এবং প্রয়োজন ও অভিযোগ সম্পর্কেও খুব সহজে জানাতে পারবে।

১৬) জনগণের মতামত প্রকাশের পথে যেন বাধা না থাকে সেজন্য সরকার বিশেষ ধরনের সুবিধা চালু করতে পারে, যার মাধ্যমে জনগণ সরকারের কাছে মতামত-অভিযোগ প্রকাশসহ যে কোনো ধরনের পরামর্শ দিতে পারে।

৬. উপসংহার

নির্বাচনী ইশতেহার হচ্ছে নাগরিকদের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর এক ধরনের লিখিত চুক্তি। নাগরিকদের সমর্থন আদায়ের জন্য গঠনমূলক ইশতেহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়াও সুষম উন্নয়নের জন্য এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন একান্ত জরুরি। ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে জেন্ডার বিষয়ক পাঁচটি অঙ্গীকার করা হয়েছিল। অঙ্গীকার করা হলেও সকল অঙ্গীকার বিভিন্ন কারণে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। কিন্তু ভোটের পর রাজনীতিবিদদের সাথে সাথে নাগরিকেরাও ইশতেহারের কথা ভুলে যান। আবার ইশতেহার তৈরির প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের তেমন সম্পৃক্ততাও দেখা যায় না এবং নাগরিক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের এমন কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াও নেই। এসব বিষয় উঠান বৈঠকেও পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত সুপারিশমালা কার্যকরী বাস্তবায়ন নারীসহ দেশের সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। কিন্তু এজন্যে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে সততার সাথে সমানভাবে কাজ ও সহযোগিতা করতে হবে।

UNDEF The United Nations Democracy Fund
FNUD Fonds des Nations Unies pour la démocratie

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

cpd.org.bd cpd.org.bd cpdbd CPDBangladesh

জুন ২০২২

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন : (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০
ফ্যাক্স : (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১ ই-মেইল : info@cpd.org.bd ওয়েবসাইট : www.cpd.org.bd